Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-III, published on July 2021, Page No. 1 –6
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পে সময় ও জীবনের মেলবন্ধন : একটি নিবিড় পাঠ

প্রণব কুমার দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল- pkdjayanta@gmail.com

Keyword
সময়, জীবন, উপলব্ধি, মানবতা, মূল্যবোধ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিবাদ

Abstract
একজন লেখক তাঁর ভাবনাকে যে কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন, তার মধ্যেই সময় রয়েছে। লেখক শুদ্ধ অনুভবের দ্বারা সময়কে উপলব্ধি করেন। আসলে তিনি সময়কে নিয়ে একপ্রকার খেলা করেন। সাহিত্যে সময় একটি মৌলিক তত্ত্ব রূপে কাজ করে। প্রত্যেকটি লেখা একটি সময়কে অবলম্বন করেই শুরু হয়, তবে সেটা তার প্রকৃত সময় নাও হতে পারে। প্রবহমান সময়ের প্রভাব ঐ লেখার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কাহিনির বিষয় ও চরিত্রের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক নিবিড়তর। এ কারণেই বাস্তবিক কোনো ঘটনার প্রেক্ষিত আলোচনা করতে করতেই লেখক কখনো তার অতীত, ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে ফিরে যান। পাঠক সেই বিষয়কে আবার ভিন্ন সময়ের দর্পণে পড়ে বা বিচার করে।

বাংলা সাহিত্যের গল্পের ভুবনে একটি প্রতিষ্ঠিত নাম স্বপ্নময় চক্রবর্তী। তাঁর গল্পপাঠে মানবিকতা এবং মূল্যবোধের বিষয়টি পাঠকের মনকে নাড়া দেয়। তিনি এই সময়ের দেশের নৈরাজ্য এবং গভীর অন্ধকারকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বলেই, তাঁর গল্পের বিষয় ভাবনায় সময়ের সংকটগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। নানা সনস্যার মধ্যেও তিনি মানুষকে তার স্বমহিমায় আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি চারপাশের নানা জটিলতার পাশাপাশি মানুষের প্রতিবাদকে লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তী মূলত সময় ও জীবনের মেলবন্ধনে গল্পের প্লট ও চরিত্রগুলোকে নির্মাণ করেন। তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের ভাষায় জীবনের সততাকে তুলে ধরেন। গণমানুষের চৈতন্যকে উদ্ভাসিত করতে হলে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজন। তাই তিনি কলম হাতে একদিকে সাহিত্য রচনা করেছেন ও অন্যদিকে তিনি সেই চর্চার ধারাটিকে বহন করে চলেছেন।

তিনি জীবনকে যে সংগ্রামের ভেতর থেকে অনুধাবন করেছেন, ঠিক সেই জায়গা থেকেই তিনি কলম ধরেছেন। এ জন্যই তিনি সময় ও জীবনকে এতটা কাছ থেকে দেখেছেন। আবার কখনো কখনো তিনি সংগ্রামী, প্রতিবাদী সত্তার বাইরে গিয়েও একজন শিল্পী রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সময়জ্ঞান ও অনুভূতির তীব্র প্রচেষ্টায় সাহিত্যে (বিশেষত ছোটোগল্পে) অনেক নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছে। রাজনীতির স্লোগানের স্থূলধর্মকে হাতিয়ার না করেও তিনি

মানুষের চাহিদা ও দাবিকে লেখায় তুলে ধরলেন। তিনি মানুষের যাপন প্রণালী, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষাকে অবলম্বন করে বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃজন করলেন। এই কারণেই তাঁর লেখা পাঠককে আকর্ষণ করে। এখানে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কয়েকটি নির্বাচিত ছোটগল্প অবলম্বনে তাঁর সময়জ্ঞান ও জীবনের মেলবন্ধনের সূত্রটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভূমিকা : বাংলা সাহিত্যের গল্পের ভুবনে একটি প্রতিষ্ঠিত নাম স্বপ্নময় চক্রবর্তী। তাঁর গল্পপাঠে মানবিকতা এবং মূল্যবোধের বিষয়টি পাঠকের মনকে নাড়া দেয়। তিনি এই সময়ের দেশের নৈরাজ্য এবং গভীর অন্ধকারকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বলেই, তাঁর গল্পের বিষয় ভাবনায় সময়ের সংকটগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। নানা সনস্যার মধ্যেও তিনি মানুষকে তার স্বমহিমায় আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি চারপাশের নানা জটিলতার পাশাপাশি মানুষের প্রতিবাদকে লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।স্বপ্নময় চক্রবর্তী মূলত সময় ও জীবনের মেলবন্ধনে গল্পের প্লট ও চরিত্রগুলোকে নির্মাণ করেন। তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের ভাষায় জীবনের সততাকে তুলে ধরেন। গণমানুষের চৈতন্যকে উদ্ভাসিত করতে হলে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার প্রয়োজন। তাই তিনি কলম হাতে একদিকে সাহিত্য রচনা করেছেন ও অন্যদিকে তিনি সেই চর্চার ধারাটিকে বহন করে চলেছেন।

তিনি জীবনকে যে সংগ্রামের ভেতর থেকে অনুধাবন করেছেন, ঠিক সেই জায়গা থেকেই তিনি কলম ধরেছেন। এ জন্যই তিনি সময় ও জীবনকে এতটা কাছ থেকে দেখেছেন। আবার কখনো কখনো তিনি সংগ্রামী, প্রতিবাদী সত্তার বাইরে গিয়েও একজন শিল্পী রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সময়জ্ঞান ও অনুভূতির তীব্র প্রচেষ্টায় সাহিত্যে নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছে। রাজনীতির স্লোগানের স্থূলধর্মকে হাতিয়ার না করেও তিনি মানুষের চাহিদা ও দাবীকে লেখায় তুলে ধরলেন। তিনি মানুষের যাপন প্রণালী, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষাকে অবলম্বন করে বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃজন করলেন। এই কারণেই তাঁর লেখা পাঠককে আকর্ষণ করে। এখানে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কয়েকটি নির্বাচিত ছোটগল্প অবলম্বনে তাঁর সময়জ্ঞান ও জীবনের মেলবন্ধনের সূত্রটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'বস্তিবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি':

গল্পটির কাহিনি সাধারণ হলেও গল্প পাঠে পাঠকের মনে একটি ভাবাবেগ কাজ করে। সৎ মানুষের সততার পথ কীভাবে কন্টকময় হয়ে উঠে? এ নিয়ে পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন জন্ম নেয়। একটি দোতলার ভাড়া বাড়িতে দুটি পরিবার ভাড়া থাকে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিভূতি চন্দমশাই পরিবার নিয়ে একতলায় থাকেন। পুলিনবাবু পরিবার নিয়ে উপরের তলায় থাকেন। পুলিনবাবু সব কাজে সমান দক্ষ, কিন্তু তার ভালোর চেয়ে মন্দের ভাগটাই বেশি। তিনি এক জমি দুইবার বিক্রি করেন, ভেস্টেড জমি বিক্রি করেন, অ্যাডভান্স নিয়ে টাকা মেরে দেন, এমন বহু গুণে সমৃদ্ধ।

> "পুলিনকে থামাতে পার না মা, যত কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে– পুলিনের বউ বলে, আমাদের মুখে দুটো অন্ন তুলে দেবার জন্য... বিভূতিবাবু বলেন– অন্ন নয়, অন্য খরচের জন্যই পুলিনের এইসব কুকর্ম।"[১]

একদিন সেই রকম নেতিবাচক প্রকৃতির মানুষকে বিভূতিবাবু সাহায্য করলেন। তার এক ইনজিনিয়ার ছাত্রকে বলে পুলিনবাবুকে কনট্রাক্টরি কাজ দিলেন। সময়ের ধারায় গল্পটি পুরোপুরি পাল্টে গেল। কয়েক বছরের মধ্যেই পুলিনবাবু বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। চারিদিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে, ছোট-বড় রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী, আমলা-পুলিশ,পাড়ার ছেলেরা পর্যন্ত পুলিনবাবুর কথায় উঠে-বসে। তিনি ভাড়া বাড়িটি কিনে নিলেন। সময়ের চাকা ঘুরে গেলে অর্থাৎ নিজের পক্ষে সব কাজ ভালো হলে, মানুষ কি-না করতে চায়। যে বাড়িতে পুলিনবাবুর থাকা এক সময় মুশকিল ছিল, এখন সে বাড়ি থেকে বিভূতিবাবুকে বের করে দিচ্ছেন।

গল্পটি এভাবে বাঁক নেওয়ার মধ্যে সময়ের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। যিনি তাকে মাথা তুলে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে দিলেন, আজ তারই মাথা রাখার স্থানটুকু কেড়ে নিচ্ছে পুলিনবাবু। এখন প্রশ্ন গল্পটিতে সময়ের ভাবনাটি কীভাবে প্রকাশ

পেয়েছে? আমরা বাহ্যিকভাবে গল্পে দেখলাম সময়ের গতিপ্রবাহে মানুষের শারীরিক ও সামাজিক অবস্থান পাল্টে যায়। অভ্যন্তরীণ দিক থেকেও সময় ভাবনাটির একটি রূপ গল্পের একেবারে শেষদিকে প্রকাশ পেয়েছে।

> "আপনার দেয়ালে টাঙানো নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজির এইসব ছবিগুলি থাক। ওগুলি আর নিয়েন না। অফিসঘরে ওইসব থাকলে ভালো। নেতাজি-টেতাজিগুলির দাম-বাবদ কিছু ধইর‍্যা দিমু – যদি কন।" [২]

ভাবতে অবাক লাগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন বা শহিদ বীর সেনাদের আদর্শ অনেক মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। সময় যত এগিয়েছে মানুষের মধ্যে একটি নেতিবাচক মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। সেকারণেই তো বিভূতিবাবুর ছেলে তাপসের শহিদ বেদিতে খ্যাঁদার মা এখন ঘুঁটে দেয়! তাকে বাঁধা দিলেও সে তা মানে না। পুলিনবাবুর অন্তরেও তাদের জন্য কোনও স্থান নেই। কিন্তু বাইরে মানুষকে একটা স্বচ্ছ মুখোশ দেখানোর জন্য ঐ ছবিগুলি রেখে দিতে চেয়েছে। মানুষের মধ্যে যে মিথ্যে আদর্শগত একটা পরিবর্তন ঘটেছে তার একটি রূপ গল্পটিতে ধরা পড়েছে।

'বাবরের প্রার্থনা':

> "এখন এখানে দমবন্ধ হয়ে আসছে। এখন যদি চাইও ফ্ল্যাট কিনতে পারব না কলকাতার আশেপাশে। অনেক দাম বেড়ে গেছে। আর এদিকে জমির দাম কমে গেছে।" [৩]

এই পংক্তিগুলি পড়ে সময়ের একটি আভাস পাওয়া যায়। কলকাতা কিংবা কলকাতার আশেপাশে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চারিদিকে আধুনিকের ছোঁয়ায় জমির দাম বেড়েই চলেছে। কিন্তু শেষ লাইনটির দিকে তাকালে আবার সে কথাটি মিথ্যে মনে হয়। এক এক জায়গায় সময়ের ভিন্ন রূপটি পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। সময়ের ছোঁয়া পরিবেশভেদে, পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন, সুতরাং উন্নয়নের ছোঁয়া সমানভাবে চারিদিকে পৌঁছায়নি। এই কাহিনিতে শান্তনুর বাবা কাজের সূত্রে ঝাড়গ্রামে আসে, এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তাকে মুগ্ধ করেছে। এই মাটিকে ভালোবেসে এখানেই বাড়ি বানায়। ঘন শাল-সেগুন-মহুয়া গাছের ছায়ায়, জলে-মাটিতে-গাছে-পাখিতে মিশে এ মাটিকে আপন করে নিয়েছে। কোলকাতার ভাগনে-ভাগনিরা স্কুল ছুটি হলেই মামার বাড়িতে বেড়াতে আসত। শুধু তারা কেন? অন্যরাও এখানকার পরিবেশের টানে বারবার চলে আসত। সময়ের অভিঘাতে এখন আর কেউ আসে না।

> "মোহনবাবু আর আমি স্কুলের ছুটির পর বেরুচ্ছি। দরজা পেরুলাম। আমি হোস্টেলেই যাব। ঠিক সেই সময়ে মোটরসাইকেলের ঘটঘট। দুটো মোটরসাইকেল। কয়েক মুহূর্ত। মোহনবাবু লুটিয়ে পড়লেন। সাদা শার্টটা মুহূর্তে লাল হয়ে গেল। লাল মাটি শুষে নিতে লাগল রক্ত। আমার গায়েও গুলি লাগতে পারত বাবা, আমি মরেই যেতে পারতাম।" [৪]

ঝাড়গ্রামের চারিদিকে মাওবাদী আক্রমণ বাড়তে থাকে। শান্ত-স্নিগ্ধ ঝাড়গ্রামে বয়ে যেতে থাকে রক্তের বন্যা। যাদের সামর্থ্য আছে তারা অন্যত্র চলে গেছে, যাদের তা নেই তারা এখানেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। কাহিনিতে সময় স্থান-পাত্র ও পরিবেশের উপর যে প্রভাব ফেলেছে তা পাঠকের মর্মস্থলকে বিদ্ধ করেছে। ঝাড়গ্রামে ষড়যন্ত্র, হত্যা করার একটি মানসিকতা শুরু হয়েছে। কাউকে সন্দেহ বশত, কাউকে শিল্পপতির দালাল ভেবে, কখনো রাজনীতির জন্য, মুনাফার জন্য খুন শুরু হয়। সে পরিবেশে একজন পিতা তার সন্তানের জন্য, সম্রাট বাবরের মতো পুত্রস্নেহে নিজের মৃত্যু কামনা করে। ভিন্ন পরিবেশের দু'জন পিতার একই ইচ্ছে- ছেলেটা যেন বেঁচে থাকে। এখানে মূলত দুটো ভিন্ন সময়ের দুইজন পিতার ভাবনাকে লেখক এক করে দেখেছেন।

'ব্লু সি. ডি. নিয়ে একটি গল্প':

গল্পটির নাম শুনে পাঠকের মনে নানা ভাবনা কাজ করে। ব্লু সি. ডি. মানেই তো আজে-বাজে শারীরিক চাহিদা মেটানোর নোংরা সব ছবি। কিন্তু কাহিনি যত এগিয়েছে পাঠক গল্পটির ভেতরকার আবেদন ও উপস্থাপনায় মুগ্ধ। নীল ছবির কামনা-বাসনার বিপরীতে ঘটনার মধ্যে সম্পর্কের যে একটি টানাপোড়েন দেখানো হয়েছে তা বেশ জমজমাট। গল্পের কথক বহু ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত, তার মধ্যে একটি ভিডিওতে নীল ছবি দেখানো। গঙ্গায় পাথর ফেলার কাজ করে মোটা টাকার বিল পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারকে খুশি করতে থাইল্যান্ড নিয়ে গেলেন। তিনি থাইল্যান্ডের পাটেয়ার ওয়াকার স্ট্রিটে গিয়ে

দেখেন সেখানকার পরিবেশে উন্মুক্ত মদ্যপান, কিছু নারী-পুরুষের অবাদ যৌন ব্যাবসা করছে। সেক্স শপের দোকানে সেক্স টয়গুলি তাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু সেখানকার একটি বিষয় তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে-

> "যে যার পরনের বসন খসিয়ে ফেলল, তারপর ছেলেটার পুরুষ-অঙ্গটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগল, টানাটানি হতে হতে ঝং করে একটা মিউজিক বাজল আর দেখি ছেলেটার দেহ থেকে ওই পুরুষ অঙ্গ খসে গেছে। পুরো জিনিসটি একটা মেয়ের হাতে, ছেলেটা বাংলায়, চিৎকার করে উঠল, এক্কেবারে বাংলায় ও-মা...দেখদিকি আমরটা লিয়ে পলাই'ল...।" [৫]

ছেলেটির নাম সব্যসাচী, গল্পকথকের গাঁয়ের ছেলে। ছোটবয়সে ও খুব খাবার খেত, এত খাবার জোগাড় করতে না পারায় ওর মা তাকে বিক্রি করে দেয়। সব্যসাচী ছোট বয়সে গ্রাম ছেড়ে এলেও বাংলা ভাষার কিছু লাইন ওর ঠিক মনে রয়েছে। আমরা প্রায়শই খবরের কাগজে কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় সন্তান বিক্রি হওয়ার খবর দেখি। আলোচ্য গল্পেও সময়ের সে দিকটি উঠে এসেছে। আসলে সময়ের দাবানলে প্রকৃতি, মানুষ সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, সেখানে অন্ন সংকটের জন্য একজন মা তার কোলের সন্তানকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সময়ের এক নিদারুণ চিত্র গল্পকার বর্ণনা করলেন। এই ঘটনায় মা ও সন্তান উভয়ই যন্ত্রণার তাপে দগ্ধ হয়। ছেলেটি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক কিংবা অভাবের কারণেই হোক এ পথে এসেও নিজের মাকে ভুলেনি । প্রসঙ্গক্রমে গল্পকার মানবিক সম্পর্কের একটি ইতিবাচক দিকও তুলে ধরলেন। বিদেশে ঘুরতে এসেও নিজের গ্রামের ছেলেকে এই অবস্থায় দেখেও কথক তার কাছ থেকে দূরে সরে যাননি, বরং তার খোঁজ নিয়েছেন। ছেলেটির মাকে সে খবর দিয়ে তাকে নতুন ভাবে বেঁচে থাকার একটি আশা দেখালেন। সময়ের ধর্মই এগিয়ে যাওয়া, থেমে থাকা নয়। গল্পকার গল্পের শেষে ছেলের মৃত্যু সংবাদটি না দিয়ে জীবনের চলার পথেই মা'কে (বিমলি) যাত্রা করালেন।

'মেরুদণ্ড':

কর্মহীন জীবনের বেদনা ও আর্তনাদ গল্পটির মূল সুর। যুগ যুগ ধরে মানুষের কাজের সংকট একটি প্রধান ও বড় সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। বেকারত্ব এই যুগের একমাত্র সংকট নয়, আরও অনেক দূরাবস্থার কথা আমরা জানি। তবে এটাও সত্য, কাজের অভাব এই যুগের মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। চারিদিকে কাজের সন্ধানে ছেলে-মেয়েরা শুধুই ঘুরছে, মাথা কুটে মরছে। এ এক দুর্বিসহ যন্ত্রণার ছবি। আলোচ্য গল্পেও আমরা এক যুবকের চাকুরির সন্ধানের অসহায় পরিস্থিতিকে অনুভব করলাম। তার পরিবারের প্রতিটি সদস্য তার উপর ভরসা করে বসে আছে। তার কাঁধে এখন বিশাল দায়িত্ব। মা-বাবকে দেখাশুনা করা, দুই বোনের বিয়ে দেওয়া এবং শেষে নিজের জীবনের জন্য কিছু করা। এই জ্বলন্ত সমস্যাটি ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে সমান ও প্রাসঙ্গিক। যত দিন যাচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বেকারদের কর্ম সংস্থানের বিষয়টি গভীর প্রভাব ফেলছে।

> "ওদের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ব নাকি । অ্যাম্বার শ্বাসপ্রশ্বাসে সেই মুহূর্তে ভিক্ষার আকুতি । আমার চোখে ক্রীতদাসের চোখ । গিয়ে বলব – একটু আগে ইনটারভিউ দিয়ে এসেছি এই কোম্পানিতে, এক বিরহী ভদ্রমহিলার লোনলি নেস কাটাবার তুলনায় অনেক বড় অ্যাম্বার বেঁচে থাকা, অ্যাম্বার সমস্ত পরিবারের বেঁচে থাকা, ওই চাকরিটা আমাকেই দিন দয়া করে ।" [৬]

উপরের এই আকুতি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, কাজের অভাব মানুষকে তার মেরুদণ্ড সোজা করে বাঁচতে দেয় না। ছেলেটির কাজ পাওয়া না পাওয়ার সঙ্গে তার পরিবারের আশা-ভরসা, জীবন-মরণও জড়িয়ে রয়েছে। এই চরম কর্ম সংকটের পরিস্থিতিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের বেড়াজালের মধ্যে আটকে রাখা যায় না, চলমান সময়ের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ অখণ্ড সময়ের ভাবনায় সেটিকে বিচার করা যেতে পারে। এ জগৎ সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য কর্ম করতে ছুটেছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। গল্পটির ভেতরে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, একদিকে মানুষ যেখানে কাজের জন্য জীবন বাজি রেখে, নিজের আত্ম-সম্মান ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে কাজ খুঁজে মরছে, অন্যদিকে কিছু মানুষ পেছনের দরজা দিয়ে অর্থাৎ পরিচিতির ফরমায়েশে চাকুরিটা নিয়ে নিচ্ছে। হয়তোবা দেখা গেল, চাকুরিটা তার ততটা দরকারই ছিল না, শুধু অবসর সময় কাটানোর জন্য কিংবা একাকিত্ব দূর

করার জন্য সে চাকুরিটা অনুরোধ করে নিয়ে নিল। এর ফলে যে ছেলেটি বা মেয়েটি যোগ্য ছিল সে বঞ্চিত হল। একটা গোটা পরিবারের এই চাকুরিটাই একমাত্র বাঁচার ভরসা ছিল, হয়তো-বা টিকে থাকার শেষ অবলম্বন হতে পারত, সেটি আর হল না।

'ঝড়ের পাতা':

যুদ্ধ মানুষের জন্য, সভ্যতার জন্য, সৃষ্টির জন্য অকল্যাণকর। যুদ্ধ মানুষের জীবনে ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে, পরবর্তী সময়েও এর রেশ মারাত্মকভাবে বজায় থাকে । সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও মানসিকভাবে তার প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মকেও পঙ্গু করে দেয়। সেখান থেকে উত্তরণের রাস্তাটি বেশ কঠিন। ইতিহাসের এমন বহু যুদ্ধের কথা আমরা জানি, যার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি সেখানকার মানুষ। প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতবর্ষের বুকে ঘটে যাওয়া এমন বহু যুদ্ধের কথা আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়েছি, যার রেশ এখনও বহন করে চলেছে মানুষ। আলোচ্য গল্পে কাহিনির অন্তর্প্রবাহে ইরাক যুদ্ধের প্রসঙ্গ ও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরের একটি গ্রাম থেকে সোলেমান যায় ইরাক দেশে কাজ করতে। সে দেশে খেজুরের কোম্পানিতে কাজ পায়। গ্রামের বাড়িতে সে বাবা-মা, স্ত্রী ও পুত্র সন্তান ফেলে রেখে যায় । তিন বছর ধরে সব ঠিকঠাক চলছিল, তার পাঠানো টাকায় সংসারটিও সুখে ছিল । এর পরে দেখা দেয় বিপত্তি । আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

সময়ের কি নিদারুণ খেলা গল্পটিতে ধরা পড়ে, যে সোলেমান সুস্থ স্বাভাবিক জীবন লাভের আশায় ইরাক দেশে যায়, সেখানে যুদ্ধের কবলে পড়ে তার ডান হাতটি কাটা পড়ে । এখন সে পঙ্গু, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার । তার স্ত্রীর অবস্থা আরো শোচনীয়, আদু হিন্দু মেয়ে হয়েও মুসলমান যুবককে ভালোবেসে বিয়ে করে । বিয়ের কিছু দিন পর তার স্বামী বিদেশে চলে যাওয়ায় সে স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে ইরাক দেশকে নিজের মনে করেছে, তাকে ভালবেসেছে । যুদ্ধের আগের ও পরের দৃশ্যগুলির সঙ্গে ইরাকের কোনো মিল সে খোঁজে পায় না । প্রকৃতির উপরেও যে যুদ্ধ কতটা প্রভাব ফেলে তা গল্পে বর্ণিত হয়েছে ।

> "স্বামীর কাছে গল্প শুনে যে ইরাকের ছবি মনে মনে আঁকা হয়েছিল, টিভির ইরাক তো সেরকম নয় । ফুরাত নদী আর দিজলা নদীর কথা শুনেছিল । স্কুলের বইতে যে নদীর নাম ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস । বসরাই গোলাপের কথা শুনেছিল, খুরমা জ্ঞাছ, আখরোট গাছের কথা শুনেছিল, আর কত রকমের কাবাবের গল্প । কিন্তু টিভিতে কী ইরাক দেখেছিল ওরা ? আগুন, ধোঁয়া আর ভাঙ্গা বাড়ি । মুখ থুবড়ে পড়া পুল, দেখেছিল দাউদাউ করে জ্বলছে একটা গোটা গাছ, আর উড়ছে কাতর পাখিরা।" [৭]

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রায় প্রতিটি ছোটগল্পে ভারতবর্ষের সামাজিক- রাজনৈতিক চিত্রটি ধরা পড়েছে। এই গল্পগুলো পাঠকালে লেখকের সময়জ্ঞান ও সমাজভাবনার গভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অভিজ্ঞতালব্ধ সঞ্চয় ও উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়ে গতিশীল বিশ্বের পালাবদলের দিকটিকেও গল্পে বর্ণনা করলেন। এই সময়ে একদিকে মানুষের মূল্যবোধহীন চলাফেরা ও অন্যদিকে গতিশীল বিশ্বায়নের প্রভাব মানুষকে দিশাহীন করে তুলছে। আবার সেখান থেকে সঠিক পথের সন্ধানে মানুষের লড়াই করার নানা দিকগুলোকে লেখক বিশ্লেষণ করলেন। ব্যক্তি-স্বার্থপরতা, লোভ, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সামাজিক নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সবল দুর্বলকে আঘাত করে তার সর্বস্ব কেঁড়ে নিচ্ছে, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের লেখনীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ও একটি ইতিবাচক মানসিকতায় বিভিন্ন ছোটগল্পের কাহিনিকে নির্মাণ করেছেন । আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর নির্বাচিত কয়েকটি ছোটগল্প অবলম্বনে, তাঁর সময়জ্ঞান ও গভীর জীবনবোধের মেলবন্ধনের সূত্রটির অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১) স্বপ্নময় চক্রবর্তী : সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০১১, পৃ. ৬৮
২) ঐ, পৃ. ৭২
৩) ঐ, পৃ. ২৯১
৪) ঐ, পৃ. ২৯৪
৫) ঐ, পৃ. ২২০
৬) ঐ, পৃ. ৭৮
৭) ঐ, পৃ. ১১৯

সহায়ক গ্রন্থ :

১) তপোধীর ভট্টাচার্য : **সময় : সমাজ : সাহিত্য, এবং মুশায়েরা**, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১০
২) নাদিরা মজুমদার : **সময়, তুমি কে ?**, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
৩) প্রশান্ত প্রামাণিক : **মহাসময়ের ইতিবৃত্ত**, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১৭
৪) শীতল চৌধুরী : **বাংলা ছোটগল্প : মননে দর্পণে**, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫
৫) সুবল সামন্ত (সম্পাদনা) : **বাংলা গল্প ও গল্পকার** (৩য় খণ্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১৫
৬) Amitabha Gupta : Moments in Infinity, D. N. Publications, Calcutta, First Edition, June, 1991
৭) Rasvihary Das : A Handbook to Kant's Critique of Pure Reason, Progressive Publishers, Calcutta, Reprint, 2004
৮) Stephen W. Hawking : The Theory of Everything, JAICO Publishing House, Mumbai, 400001, 2009
৯) Stephen Hawking : A Brief History of Time, Bantam Books, Great Britain, Bantam Edition, 1995

অভিধান :

১) আকাদেমি বানান অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৮